শালীর প্রেমে স্ত্রী হত্যা

কবি—শ্রীমহাদেবচন্দ্র সাহা

সাং—গঙ্গাধরপুর, পোষ্ট—ফুলিয়া বয়ড়া

জেলা—নদীয়া

মূল্য দশ পয়সা

—কবিতা আরম্ভ —

স্মরণ করিয়া হরির চরণ দুই খানা,
তারপরে করিলাম আমি কবিতার বন্দনা
যেই আল্লা সেই হরি বলি সবার ঠাই.
নাইক অন্যথা ইথে জানবেন সবাই।
মানুষ সৃষ্টী করে এ সংসারে আপনি সে ভোলা
মানুষ দিয়া মানুষ বানাইয়া করছে কত খেলা।
এযে আজব খেলা ২খেলছে ভোলা প্রেম দিয়েছে ভরি
সেই প্রেমে পড়িয়া মানুষ করছে দৌড়াদৌড়ি।
কত প্রেমের ফাঁদে ২ মোহ মদে মানুষ হল অন্ধ,
বই খাতা নিল চোরে জ্ঞানের অফিস বন্ধ।
নারী সৃজন করে রূপ সাগরে রাখেন ডোবাইয়া.
জগতকে করিল পাগল ভঙ্গিমা দেখাইয়া।
নারী রূপের বান ২ দিয়া সান রাখছে নয়ন ভরে
হৃদয় ঝঙ্কার টংকার দিয়া পুরুষ পাইলে মারে।
তাতে বিষ মাখাইয়া ২ দেয় ছাড়িয়া পুরুষের বুকে,
রূপের বান খাইয়া পুরুষ ঘুরছে পাকে পাকে।
এমনি ভবের খেলা নারীর মেলা নারীর হল সার,
নারীর কথায় ঘুরিতেছে জগত সংসার।
নারী লজ্জাবতী ২ কালের গতি চমৎকার হেরি,
নারীর মোহে পড়ি পুরুষ গলায় লাগায় দড়ি।
এখন এসব ছেড়ে ২ ধীরে ধীরে শুনেন যত ভাই,
দার্জিলিং জেলার একটি ঘটনা জানাই।

পাইলাম পত্রিকাকে ১ কবিতাতে করিলাম কল্পনা
জ্ঞানেন নামটি ছিল করিলাম বর্ণনা

বাড়ী দিনাজপুরে ২ চাকরী করে দার্জিলিং সহরে
দেড়শ টাকা মসিক বেতন পাইতেন মাসকাবারে।

সুন্দর পত্নী পাইয়া সুখী হইয়া কাটায় বারমাস
এমন সময় টেলিগ্রাম এক আইল তার পাস

লিখছে আপন শালী ২ নারাতলী কলিকাতায় থাকে,
জামাইবাবু শহরে আসেন দেখিতে আমাকে।

গত শনিবারে ২ দশটার পরে আমার প্রাণের পতি,
আমাকে ছাড়িয়া গেল ঘটাইয়া দুর্গতি।

পাইয়া টেলিগ্রাম ২ চঞ্চল প্রাণ জ্ঞানের বাবুর হল,
কলিকাতা যাইতে বিদায় পত্নীর কাছে নিল।

চলল লক্ষ্ণৌ মেলে ২ খুব সকালে পৌছল কলিকাতায়
ট্রাম যোগেতে, নারাতলী অচিরেতে পায়।

বাসা সতের রম্বর সে সব খবর জ্ঞানেন বাবু জানে
সোজাসোজি উঠল গিয়া শালীব ভবনে

হায়রে মীনা দেবী ২ চিন্তার ছবি চিন্তায় হল কালা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধরে জামাইবাবুর গলা

কিবা হবে গতি ভগ্নিপতি উপায় নাহি হেরি
কলিকাতা সহরেতে কেমনেতে বাস করি।

নাই আত্মীয় স্বজন থাকবার উপায় নাই,
আপনার সঙ্গে যাব আমি বড় দিদির ঠাই।

টাকা বিশেষ নাই ২ সত্যি জানাই পঁচিশ হাজার মোটে
বিশ ভরি আছে স্বর্ণ অলঙ্কার বটে।

এ সব যাব নিয়া ২ তথায় গিয়া করব বাসা বাড়ী
অভাগিনীর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন সদাচরী।

হায়রে টাকার লোভে ২ এই ভবে অসম্ভব হয়
হাতে ধরে কালসাপিনী মাথায় তুলে লয়।

হায়রে জ্ঞানেন রায়২অজ্ঞান প্রায় টাকার লোভ পাইয়া
লক্ষ্ণৌ মেলের করল টিকিট নোট ভাঙ্গাইয়া।

উঠে প্রথম শ্রেণী ২ আলোখানি জ্বলছে বি্যুত বাতি
কামদেব সঙ্গেতে যেন মিশিয়াছে রতি

বাতি জ্বলছে ভাল ২ রূপ মেশাল মীনাদেবীর সঙ্গে
অরুণউদয় যেমন মীনাদেবীর অঙ্গে

গলে নেকলেস পরা ২ যায় না ধরা দুজনের চোখে
বিদ্যুত চমকায় যেন মীনাদেবীর মুখে

মাথায় কোকড়া চুল ২ জগৎ ভুলে থাকে বাঁকা
সমুদ্র তরঙ্গ যেমন নিত্য করে খেলা

শাড়ী ডিজাইন করা ২ হাতে পরা সোনার কঙ্কন
অকাল বৈধব্য তারে না করে বর্জন

অঙ্গে নব যৌবন ২ চলে যখন মাজা পড়ে হেলে
কানেতে স্বর্ণ দোলে ময়ুর পেখম মেলে

হায়রে অভাগিনী ২ কাঙ্গালিনীর এই ছিল কপালে
এমন সময় স্বামী গেল গঙ্গার কূলে

হায়রে দারুণ বিধি ২ দিয়া নিধি কেড়ে কেন নিলে
সুন্দর যৌবন কেন সাগরে ভাসালে

দারুণ যৌবনকালে ২ ভূমণ্ডলে কে আছে গো সাক্ষী
মনের মানুষ বিনে হৃদয় জ্বলে দিবারাতি।

এখন এসব রেখে ২ যাইগো লিখে আসল বিবরণ
চুম্বকে পাইলে লোহা করে আকর্ষণ

মীনা ধীরে ধীরে ২ শয়ন করে ভগ্নীপতির কোলে
সোঁ সোঁ শব্দে মেইল গাড়ী চলছে আজব কলে

মীনার কামরুপ গাড়ী ২ মদনবাড়ী ষ্টেশনে যায়
জ্ঞানবাবুকে টিকিট দিতে লোক মাষ্টার পাঠায়

টিকিট কাটা হল ২ দিয়া দিল জ্ঞানবাবুর অন্তরে
ধীরে ধীরে জ্ঞানবাবু মীনার দিকে ফিরে

মীনা নয়নবাণে ২ আকর্ষণে মারিল টংকার
জ্ঞানবাবুর অন্তঃপুরে লাগিল ঝংকার

দেখে রূপের বাতি ২ মারছে জ্যোতি জ্ঞানবাবুর মনে
ধীরে ধীরে কথা বলেন মীনাদেবীর সনে

তোমার রূপ যৌবন ২ অকারণ যাবে শুকাইয়া
মনের মত পাত্র পাইলে তোমায় দিব বিয়া

মীনা বলে তখন ২ অকারণ কেন রাখ দূরে
টাকা পয়সা সোনাদানা দিব যে তোমারে

বিয়া করব না আর ২ সঙ্গে তোমার থাকব প্রেমে মাতি
তুমি আমি দুজনাতে জ্বালব প্রেমের বাতি

আমার রূপ যৌবন ২ দিলাম এখন সাক্ষী বসুমতী
আজি হতে হলে তুমি আমার গুপ্ত সাথী

তখন জ্ঞানেন রায় ২ অন্ধ প্রায় নারীর মোহে পড়ি
নূতন প্রেমে মজাইল মন ঘরে রাখি স্ত্রী

হায়রে কামরূপ গাড়ী ২ মদনবাড়ী ষ্টেশন যাইয়া
বিন্দুপুর শহরে পাড়ী থামিল আসিয়া ।

জংশন হয়ে পার ২ গাড়ী এবার আসল শিলিগুড়ি,
সেখান থেকে আইল তারা দার্জিলিংয়ের গাড়ি।

গেল আপন বাসা ২ সংক্ষেপে করিলাম বর্ণনা,
নূতন একখানা বাসা করে থাকিবারে মীনা।

করে পৃথক বাসা ২ যাওয়া আসা নিত্য করে,
সেই বাড়ীতে মীনা দেবী থাকে আপন ঘরে।

শুনেন শ্রোতাগণ বিবরণ কি দিব আর ভাষা
এমনি ভাবে মীনা দেবী পুরায় মনের আশা

তখন এসব কথা শুনেন শ্রোতা গোপন নাহি থাকে,
কানাকানি টোনাটুনি করে পাড়ার লোকে।

শুনে মীনার দিদি ২ নিরবধি চক্ষে ঝরে বারি,
কেমনে ভাঙ্গিবে সেই মীনার কাছারী।

নারী সইতে পারে ২ এ সংসারে সব নির্য্যাতন,
অংশীদার হইলে নারীর বিফল জীবন।

বাবু মদ খাইয়া ২ যায় চলিয়া মীনা দেবীর ঘরে,
মাতাল হয়ে ফেরে রাত্র দশটার পরে।

একদিন কথায় ২ রাগের মাথায় বলছে মীনার দিদি,
মীনাকে আনিয়া রাখ ঘরে নিরবধি।

বাবু মদের মাতাল ২ রাগের হাল তাতে অন্ধ হল.
হকি ষ্টীক লইয়া তাহার মাথায় বাড়ী দিল।

হায়রে কোমল প্রাণে আঘাত হানে সহিতে না পারে
সুবর্ণ দোলায় প্রাণ চলে গোলকপুরে।

মাতাল চঞ্চল হল ২ পড়ে রইল সেই ঘরেতে মরা
মীনা দেবীর কাছে গিয়া সংবাদ দিল ত্বরা।

মীনা অস্থির হইয়া যায় দৌড়াইয়া প্রেমিকের সনে,
কি করিয়া মরা লাস রাখবে গোপনে।

নারী চালাক ভারী ২ বুদ্ধি ভারি ত্বরিতে ঘটিল,
কাপড়ের বাক্স এনে খালি করে দিল।

বাবু মাথা ধরে ২ বাক্সে ভরে গোপন করিবারে,
বুক পকেটে ছিল পত্র পরে অগোচরে।

বিধির আজব লীলা ২ ভবের খেলা কে বুঝিতে পারে
লাস গোপন করিতে ট্রাঙ্কের তালা চাবি মারে।

বলছে মীনা দেবী ২ বাঁচবে যদি চল তাড়াতাড়ি,
গাড়ীতে উঠাইয়া মাল চলে আসে বাড়ী।

বাবু তাই করিল ২ মাল দিল লক্ষৌ মেলে তুলি,
আমিনগাঁও রহিল মাল গাড়ী হল খালি।

কুলি ডাক দিয়ে কয় ২ একি বিষয় রৈল কার পড়ে
মালের মালিক না থাকিলে কে নিবে মাল ধরে।

তখন ষ্টেশনবাবু হলেন কাবু আশ্চর্য্য বিষয়,
গুদামে রাখিতে মাল কুলির কাছে কয়।

ভাইরে দুইদিন পরেতে গুদাম ঘরে মরার গন্ধ ছুটে
আশ্চর্য্য এক কাণ্ড হল আমিনগাওয়ের ঘাটে।

ট্রাঙ্ক খোলা হল ২ সবাই দেখল আশ্চর্য্য এক মরা,
অলঙ্কার ত দূরের কথা নাহি বসন পরা।

তখন মেথরগণে ক্ষিপ্ত মনে নাড়াচাড়া করে,
পত্রখানা পাইল তারা বাক্সের ভিতরে।

পাপে ধরে যারে ২ ছাড়াইবারে সাধ্য আছে কার,
পথখানা হল সাক্ষী থানার মাঝার।

তখন আইনের কর্ত্তা ২ দিল বার্ত্তা টেলিফোন করে
থানায় থানায় জানাজানি ঘণ্টার ভিতরে
ভাইরে আইন বলে ২ পুলিশ চলে জ্ঞানবাবুর বাড়ী
নূতন প্রেমে মজাইল মন হাতে উঠল দড়ি
প্রেমের হবে শিক্ষা ২ যায়গো দেখা অসম্ভব নয়
আপীল করিয়া মামলা জর্জ্জকোর্টেতে লয়
ভাইরে মীনাদেবী ২ প্রথম সাক্ষী বাবুর কথা কয়
মফঃস্বলে ছিলেন বাবু ঘটনার সময়
এ সব গুণ্ডার দলে ২ করেছে মিলে খালি বাসা পাইয়া
উকিলবাবু জেরা করে টেবিল থাবা দিয়া
তুমি সব জান ২ স্বার্থের জন্য বলছ মিথ্যা কথা
আপন ভগ্নি মারিতে তুমি গুণ্ডা নিলে তথা
মীনা ভাবছে মনে ২ কার জন্যে মিথ্যা বলতে যায়
আমাকেও মারতে পারে যদি মুক্তি পায়
বিশ্বাস হয় না তাকে ২ আপন স্ত্রীকে যে মারিতে পারে
আমাকেও মারিতে পারে নূতন প্রেমে পড়ে
তখন আদি অন্ত ২ সব বৃত্তান্ত মীনা বলে যায়
হাকিম বসিয়া সকল লিখিল খাতায়
হায়রে সত্য কখন ২ রয়না গোপন জুরির বিচার চলে
দশ বছরের জন্য বাবু আশ্রয় পাইল জেলে।